

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

98134 - ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি শুনছি ‘গণতন্ত্র’ ইসলাম থেকে নেয়া হয়েছে। এ কথাটা কী ঠিকি? গণতন্ত্রের পক্ষে প্রচারণা করার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ। এক:

ডেমোক্রেসি (গণতন্ত্র) আরবী শব্দ নয়। এটি গ্রিক ভাষার শব্দ। দুটি শব্দের সমন্বয়ে শব্দটি গঠিত: Demos অর্থ-সাধারণ মানুষ বা জনগণ। আর দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে-KRATIA অর্থ-শাসন। অতএব, ডেমোক্রেসি শব্দের অর্থ হচ্ছে-সাধারণ মানুষের শাসন অথবা জনগণের শাসন।

দুই:

গণতন্ত্র ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক একটি তন্ত্র। এই তন্ত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনগণের হাতে অথবা তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধি (পারলামেন্ট সদস্য) এর হাতে অর্পণ করা হয়। তাই এ তন্ত্রের মাধ্যমে গায়রুল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়; বরং জনগণ ও জনপ্রতিনিধি শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ তন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের সকলে একমত হওয়ার দরকার নেই। বরং অধিকাংশ সদস্য একমত হওয়ার মাধ্যমে এমন সব আইন জারী করা যায় জনগণ যসেব আইন মনে চলতে বাধ্য; এমনকি সে আইন যদি মানব প্রকৃতি, ধর্ম, বিবিকে ইত্যাদির সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবুও। উদাহরণতঃ এই তন্ত্রে অধীনে গর্ভপাত করা, সমকামতা, সুদ মুনাফার বধিান ইত্যাদি জারী করা হয়েছে। ইসলামি শাসনকে বাতলি করা হয়েছে। ব্যভিচার ও মদ্যপানকে বৈধ করা হয়েছে। বরং এই তন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদেরকে প্রতাহিত করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিবাব জানিয়েছেন, হুকুম বা শাসনের মালিক একমাত্র তিনি এবং তিনিই হচ্ছেন- উত্তম হুকুমদাতা বা শাসক। পক্ষান্তরে অন্যকে তাঁর শাসনে অংশীদার করা থেকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং জানিয়েছেন তাঁর চয়ে উত্তম বধিানদাতা কেউ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন (ভাবানুবাদ): “অতএব, হুকুম দেওয়ার অধিকার সুউচ্চ ও সুমহান আল্লাহর জন্য” [সূরা গাফরে, আয়াত: ১২] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন (ভাবানুবাদ): “আল্লাহ ছাড়া কারো বধিান দেওয়ার অধিকার নেই। তিনি আদেশে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করলে না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “আল্লাহ কি হুকুমদাতাদের শ্রেষ্ট নন?” [সূরা ত্বীন, আয়াত: ০৮] তিনি আরও বলেন (ভাবানুবাদ): “বলুন, তারা কতকাল অবস্থান করছে- তা আল্লাহই ভাল জানেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে গায়বে বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কিত চমৎকার দেখেন ও শোনেন! তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। তিনি নিজ হুকুমে কাউকে অংশীদার করান না।” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৬] তিনি আরও বলেন (ভাবানুবাদ): “তারা কি জাহেলিয়াতের হুকুম চায়? বশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহর চয়ে উত্তম হুকুমদাতা আর কে?” [সূরা মায়দা, আয়াত: ৫০]

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা। তিনি জানেন, কোন বধিান তাদের জন্য উপযুক্ত; কোন বধিান তাদের জন্য উপযুক্ত নয়। সব মানুষের ববিকে-বুদ্ধি, আচার-আচরণ ও অভ্যাস এক রকম নয়। নজিরে জন্য কোনটা উপযোগী মানুষ সটোই তও জানে না; থাকতো অন্যরে জন্য কোনটা উপযুক্ত সটো জানবে। এ কারণে যে দেশগুলোতে জনগণের প্রণীত আইনে শাসন চলছে সে দেশগুলোতে বশ্বিঙখলা, চারতিরকি অবক্ষয়, সামাজিক বপির্যয় ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

তবে কিছু কিছু দেশে এ তন্ত্রটি নছিক একটি শ্লোগান ছাড়া আর কিছু নয়; যার কোনরূপ বাস্তবতা নাই। এ শ্লোগানের মাধ্যমে জনগণকে ধোঁকা দয়ো উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান ও তার সহযোগীরাই হচ্ছ- আসল শাসক এবং জনগণ হচ্ছ তাদের করদ। এর চয়ে বড় প্রমাণের আর কি প্রয়োজন আছে, শাসকবর্গ যা অপছন্দ করে ডেমোক্রেসিতে যদি এমন কিছু থাকে তখন তারা সটোকে পায়ের নীচে পষিট করে। নরিবাচনে কারচুপি, স্বাধীনতা হরণ, সত্য কথা বললে টুটি চপে ধরা ইত্যাদি এমন কিছু বাস্তবতা যা সকলের জানা; এগুলো সাব্যস্ত করার জন্য কোন দললিরে প্রয়োজন নাই। দনিরে অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার জন্য যদি দললি লাগে তাহলে ববিকে আর কিছু ধরবে না।

‘মাউসুআতুল আদইয়ান ওয়াল মাযাহবে আল-মুআসরো’ গ্রন্থ (২/১০৬৬) তে এসছে-

পারলামেন্টারি ডেমোক্রেসি: এটি এমন একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যাতে জনগণের নরিবাচতি প্রতিনিধিবর্গের নরিবাচনে গঠিত পরষিদরে মাধ্যমে জনগণ শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। এ ব্যবস্থায় জনগণ বশিষে কিছু ক্ষেত্রে বশিষে কিছু প্রক্রিয়ায় শাসনকার্যে সরাসরি হস্তক্ষেপে করার অধিকার রাখে। সে প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. ভোট দেওয়ার অধিকার: জনগণের কতপিয় ব্যক্তিবর্গ কোন একটি আইনের বস্তারতি বা সংক্ষিপ্ত বলি উত্থাপন করে। এরপর পারলামেন্ট কমটি সটোর উপর আলোচনা করে ও ভোট দেয়।

২. গণভোট দেওয়ার অধিকার: কোন একটি আইন পারলামেন্টের অনুমোদনের পর জনগণের রায় প্রকাশ করার জন্য পশে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

করা।

৩. না-ভোট দেওয়ার অধিকার: কোন একটি আইন প্রকাশ করার নরিদ্ষিট কিছু সময়ের মধ্যে সংবধান কর্তৃক নরিধারতি সংখ্যক লোকের পক্ষ থেকে এ আইনরে বরিদ্বধে আপত্তি জানানোর অধিকার। যাত করে এ আপত্তরি ফলে গণভোটের মাধ্যমে সমাধান করা যায়। যদি হ্যাঁ-এর পক্ষে বেশি ভোট পড়ে তাহলে আইনটি কার্যকর করা হয়। আর যদি না-এর পক্ষে বেশি ভোট পড়ে তাহলে সটে বাতলি করা হয়। বর্তমানে প্রায় সকল সংবধান এ নিয়মে চলছে। কোন সন্দেহে নহে গণতান্ত্রিকি শাসনব্যবস্থা আল্লাহর আনুগত্য ও আইনপ্রণয়ন অধিকারের ক্ষেত্রে একটি নিব্য শরিকের স্বরূপমাত্র। যাহেতে এ প্রক্রিয়ায় স্রষ্টি হিসেবে আল্লাহর আইন প্রণয়ন করার একক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হয় এবং মাখলুককে এ অধিকার প্রদান করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন: “তমেরা আল্লাহকে ছড়ে নছিক কিছু নামরে ইবাদত কর, সেগুলা তমেরা এবং তমেরা দের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বধান দেওয়ার অধিকার নহে। তিনি আদশে দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।” [সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৫৭] সমাপ্ত।

তনি:

অনকে মানুষ ধারণা করে, ডেমোক্রেসি মানবে- স্বাধীনতা, মুক্ততা! এটি একটি ভুল ধারণা। যদিও ‘স্বাধীনতা’ ডেমোক্রেসির উদ্ভাবতি একটি পণ্য। আমরা এখানে স্বাধীনতা বলতে বুঝতে চাই: বিশ্বাসরে স্বাধীনতা, চারিত্রিকি স্থলনরে স্বাধীনতা, মত প্রকাশরে স্বাধীনতা। ইসলামী সমাজরে উপর এগুলোর নেতিবাচক প্রভাব অনকে। এ প্রভাব মতপ্রকাশরে স্বাধীনতার নামে রাসূলগণ, তাদের রসিলাত, কুরআন, সাহাবায়েরোমরে উপর দোষারোপ করার পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। স্বাধীনতার নামে বেপের্দা, বহোয়াপনা, খারাপ ছবি ও ফিল্ম অনুমোদন দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এভাবে এর তালিকা লম্বা হতেই থাকে। এ সবগুলো উম্মতরে দ্বীনদারি ও চরিত্র ধ্বংস করার অপচেষ্টা। পৃথিবীর নানা রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকি শাসনের আড়ালে যে স্বাধীনতার দিকে আহ্বান জানায় সে স্বাধীনতা আবার সবক্ষেত্রে নয়। বরং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির শকিলে এ স্বাধীনতা আষ্টপ্ঠে বাঁধা। মত প্রকাশরে স্বাধীনতার নামে তারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনকে দোষারোপ করা অনুমোদন করে; কিন্তু ‘নাৎসদিরে ইহুদিনিধি’ নিয়ে কথার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নষিধে। বরং যে ব্যক্তি এ হত্যাযজ্ঞকে অস্বীকার করে তাকে শাস্তি দিয়ে হয়, জলে পুরা হয়। অথচ এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা; এটাকে যে কেউ অস্বীকার করতই পারে।

যদি আসলেই তারা স্বাধীনতার আহ্বায়ক হতো তাহলে তারা ইসলামী রাষ্ট্ররে জনগণকে নজিদেরে সদিধান্ত নজিদেরেকে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

নয়োর সুযোগ দলি না কেনে?! কেনে তারা মুসলমানদরে দশেগুলোকো উপনবিশে বানাল, তাদরে ধর্ম ও বশ্বাস পরবির্তনরে পদক্শপে গ্রহণ করল? ইতালয়ানরা যখন লবিয়ার জনগণকো হত্যা করছিল তখন এ স্বাধীনতা কোথায় ছিলি? ফ্রান্স যখন আলজেরিয়াতে হত্যাযজ্ঞঃ চালাচ্ছিলি অথবা ইতালয়ানরা মশিরে গণহত্যা চালাচ্ছিলি বা আমেরিকানরা যখন আফগান ও ইরাকো হত্যাযজ্ঞঃ চালাচ্ছিলি তখন এ স্বাধীনতা কোথায় ছিলি?

এসব স্বাধীনতার দাবীদারদরে নকিটোও স্বাধীনতা কতগুলো নয়িম-কানুন দ্বারা শৃঙ্খলতি; যমেন-

১- আইন: কোন মানুষরে এ অধিকার নহে যে, সে রাস্তাতো সাধারণ চলাচলরে বপিরীত দকিে চলবে বা গাড়ী চালাবে। অথবা লাইসেন্স ছাড়া কোন দোকান-পাট খুলবে। যদি সে বলে আমি স্বাধীন; কটে তার দকিে ভরুক্শপেও করবে না।

২- সামাজিক প্রথা: উদাহরণতঃ কোন নারী সাগর যাপনরে পোশাক পরে কোন মৃতব্যক্তরি শোকোহত বাড়ীতে যেতে পারে না! যদি বলে আমি স্বাধীন, মানুষ তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করবে, তাড়িয়ে দবি। কারণ এটি প্রথার বপিরীত।

৩- সাধারণ রুচিবোধ: উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি মানুষরে সামনে বায়ু ত্যাগ করতে পারে না! এমনকি ঢকুর তুলতে পারে না। যদি সে বলে, আমি স্বাধীন, তাহলে মানুষ তাকে হয়ে প্রতপিন্ন করে।

এখন আমরা বলতে চাই:

তাহলে আমাদের ধর্মরে কোন এ অধিকার থাকবে না যে, আমাদের স্বাধীনতাকে শৃঙ্খলতি করবে। যমেন- তাদরে স্বাধীনতা বশে কিছু বিষয় দ্বারা শৃঙ্খলতি হয়ছে যে বিষয়গুলোকে তারা অস্বীকার করতে পারে না?! কোন সন্দেহে নহে ইসলাম ধর্ম যা নিয়ে এসছে এর মধ্যহে রয়ছে কল্যাণ ও মানুষরে জন্ম উপকার। নারীকে বপের্দা হতে নষিধে করা, মদপানে বারণ করা, শুকুর খতে নষিধে করা ইত্যাদি সব মানুষরে শারীরিক, মানসিক ও জবৈনিক কল্যাণহে। কিন্তু ধর্ম যদি তাদরে স্বাধীনতাকে বধিবদ্ধ করে তখনি তারা সটো প্রত্যাখ্যান করে। আর যদি তাদরে মত অন্য কোন মানুষ বা অন্য কোন আইনরে পক্ষ থেকে আসে তখন তারা বলে “শুনলাম ও মানলাম”।

চার:

কছু মানুষ ধারণা করে- ডমোক্রেসে শিব্দটা ইসলামে ‘শুরা’ শিব্দরে প্রতশিব্দ। এটি কয়কেটি কারণে ভুল। কারণগুলো নমিনরূপ:

১. শুরা বা পরামর্শ করা হয় নতুন কোন বিষয় নিয়ে, এমন বিষয়ে যে বিষয়ে কুরআন-হাদিসরে বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পক্ষান্তরে ‘জনগণের শাসন’ এ ধর্মের অকাট্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। এরপর হারামকে হারাম ঘোষণা করা হয় না, হালাল অথবা ওয়াজিবকে হারাম ঘোষণা করা হয়। এসব আইনের বলে মদ বক্রিরি বৈধতা দেয়া হয়েছে। ব্যভিচার ও সুদরে বৈধতা দেয়া হয়েছে। এসব আইনের মাধ্যমে ইসলামি সংস্থাগুলো ও আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের তৎপরতাকে কণ্ঠাঙ্গীসা করা হয়েছে। এ ধরনের কণ্ঠাঙ্গীসাকরণ ইসলামি শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক। শুরা পদ্ধতিতে এমন কোন সন্ধান নেয়ার কোন সুযোগ আছে কি?!

২. শুরা কমিটি গঠিত হয় এমন ব্যক্তিবর্গদের সমন্বয়ে যাদের মধ্যে ফকিহ, ইলম, সচেতনতা ও চরিত্র ইত্যাদির একটা উন্নত মান বিদ্যমান থাকে। কারণ চরিত্রহীন ব্যক্তি বা বোকোর সাথে পরামর্শ করা যায় না; আর কাফরে বা নাস্তিকের সাথে পরামর্শ তো আরও দূরে কথা। পক্ষান্তরে ডেমোক্রেটিক পার্লামেন্টে: পূর্ববোক্ত গুণগুলোর কোন বিবেচনা নাই। একজন কাফরে, দুর্নীতিবাজ, নারিবোধ ব্যক্তিও পার্লামেন্ট সদস্য হতে পারবে। সুতরাং শুরার সাথে এ তন্ত্রের কি সম্পর্ক?!

৩. শাসক শুরার সন্ধান গ্রহণ করতে বাধ্য নন। হতে পারে শুরা কমিটির একজন সদস্য যিনি পরামর্শ দিয়েছেন তার দলিলের বলিষ্ঠতার কারণে তিনি সটাই গ্রহণ করবেন। অন্য সদস্যদের মতামতের পরিবর্তে এই মতকে সঠিক মনে করবেন। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ‘অধিকাংশ সদস্যের’ মত চূড়ান্ত মত। জনগণকে এ মত মেনে চলতে হবে।

অতএব, মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে- তাদের ধর্মকে নিয়ে গঠিতবোধ করা, তাদের রবের পক্ষ থেকে দেয়া বখানার প্রতি আস্থা রাখা; এ বখান তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে যথেষ্ট এবং আল্লাহর শরিয়ত বরোধী সকল তন্ত্র-মন্ত্র থেকে নিজের মুক্ততা ঘোষণা করা।

শাসক ও শাসিত সকল মুসলমানের কর্তব্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বখান মনে চলা। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন তন্ত্র বা জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করা হারাম। আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে গ্রহণ করার দাবী হচ্ছে- প্রকাশ্যে ও গোপনে ইসলামকে আঁকড়ে ধরা, আল্লাহর শরিয়তকে সম্মান করা, নবীর আদর্শের অনুসরণ করা।

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যিনি ইসলামের মাধ্যমে আমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দেন।

আল্লাহই ভাল জানেন।